সাহাবায়ে কেরামের প্রথম হিজরত

হিজরত মানে হলো– কাফেরদের ষড়যন্ত্র থেকে দীন ঈমান ঠিক রাখার জন্য নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া।

যতো সহজে বলে ফেললাম বিষয়টা কিন্তু ততো সহজ না। নিজের জন্মভূমি, পরিচিত এলাকা, চেনাজানা লোকজন সবাইকে ছেড়ে চলে যাওয়া অতো সহজ কাজ নয়। সাহাবায়ে কেরাম নিজের ঈমানকে বাঁচানোর জন্য এই কঠিন কাজটা করারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

বিষয়টা নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পরামর্শ করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, 'তোমরা হাবশায় যেতে পারো। সেখানকার বাদশাহ অনেক দয়ালু এবং দেশটাও ভালো। সেখানে কেউ জুলুমের শিকার হয় না। ওখানে গেলে আল্লাহ তোমাদের অবস্থা ভালো করে দেবেন!'

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শ অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করার প্রস্তুতি নিলেন।

আবিসিনিয়া বর্তমান নাম হলো ইথিওপিয়া। সে সময় মক্কা থেকে সেখানে যেতে হলে লোহিত সাগর পাড়ি দিতে হতো। সাহাবায়ে কেরাম সে সাগর পাড়ি দিয়ে দু'বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন। প্রথমবার হিজরত করলেন পনেরো জন। দ্বিতীয়বার হিজরত করলেন প্রায় একশ' জন।

আবিসিনিয়ার বাদশার নাম ছিলো আসহামাহ। সবাই তাকে ডাকতো নাজাশী বলে। নাজাশী মুসলমানদেরকে অনেক সম্মান করলেন। তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের অবস্থা জেনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক খুশী হলেন। বেশ ক' বছর পর তিনি নাজাশীর কাছে একটা চিঠি পাঠালেন। সে চিঠিতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাশীকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। চিঠি পেয়ে নাজাশী আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনলেন।

বাদশাহ নাজাশী আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো দেখেননি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে দেখেননি। কিন্তু তারা একে অপরকে অনেক মহব্বত করতেন। উপহার পাঠাতেন।

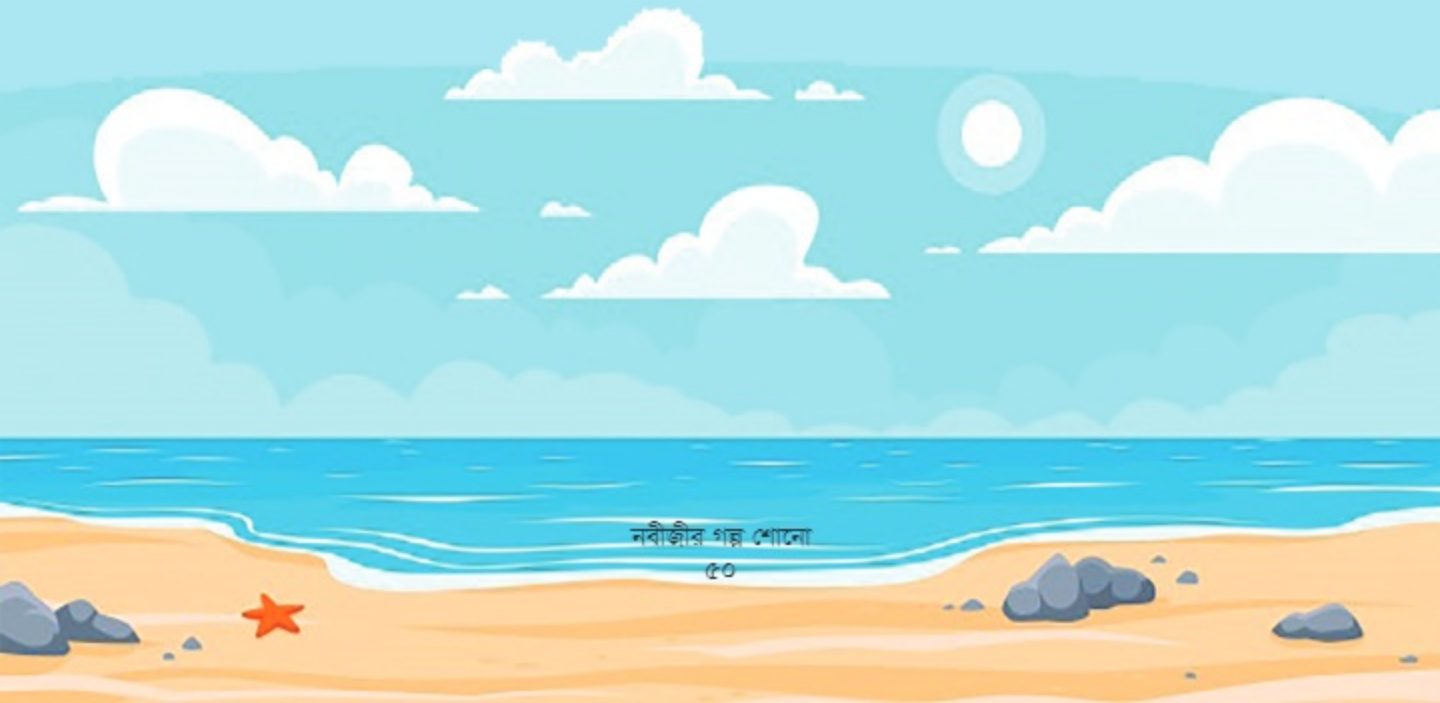

ইসলাম গ্রহণের পর মানুষের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো নামায

নামায আদায় করতে হয় জামাআতের সাথে। সাহাবায়ে কেরামের খুব ইচ্ছে হতো তারা কা'বা শরীফের সামনে জামাআতে নামায পড়বেন। কিন্তু কাফেরদের ভয়ে সেখানে নামায পড়তে পারতেন না।

আমরা তো এখন খুব সহজেই মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে পারি। সেজন্য মসজিদে নামায পড়তে না পারার কষ্টটা আমরা বুঝতে পারবো না। এ কষ্টটা বুঝতে পারবে ফিলিস্তীনের মুসলমানরা। তারা যখন মসজিদুল আকসায় নামায পড়তে যায় তখন প্রায়ই তাদের উপর গুলি চালানো হয়। মুসল্লীদের রক্তে লাল হয়ে ওঠে আল আকসার চত্বর।

যাক সে কথা। নামাযের জন্য সাহাবায়ে কেরাম মক্কার একপ্রান্তে পাহাড়ের ধারে একটি বাড়িকে নির্ধারণ করলেন। বাড়িটির নাম ছিলো 'দারুল আরকাম'। এটি হযরত আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ি ছিলো। সাহাবায়ে কেরাম দূর থেকে খুবই সঙ্গোপনে এখানে চলে আসতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দারুল আরকামে জামাআতে নামায আদায় করতেন।

প্রকাশ্যে নামায আদায়

মুসলমানদের এই নিঃস্ব অবস্থা দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব কষ্ট হতো। তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন 'হে আল্লাহ, তুমি মক্কার কোনো বীর বাহাদুরকে মুসলমান বানিয়ে দাও, যেনো তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানরা শক্তিশালী হয়।'

আল্লাহ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ কবুল করলেন। মক্কার এক বীর বাহাদুর ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব। তার নাম শুনলে যে কারো অন্তর কেঁপে উঠতো। নিজেদের বাপদাদার মনগড়া ধর্মের বিরুদ্ধে বলার কারণে সে নবীজী সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর খুবই ক্ষিপ্ত ছিলো।

একদিন সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে রওয়ানা হলো। কিন্তু আল্লাহ যা চাবেন তাইতো হবে! উমর ইবনুল খাত্তাব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে এসে নিজেই মুসলমান হয়ে গেলেন।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান হয়েই বললেন, 'আমরা এখন থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়বো না।' এরপর সবাইকে নিয়ে তিনি কা'বা শরীফের সামনে নামায আদায় করলেন।

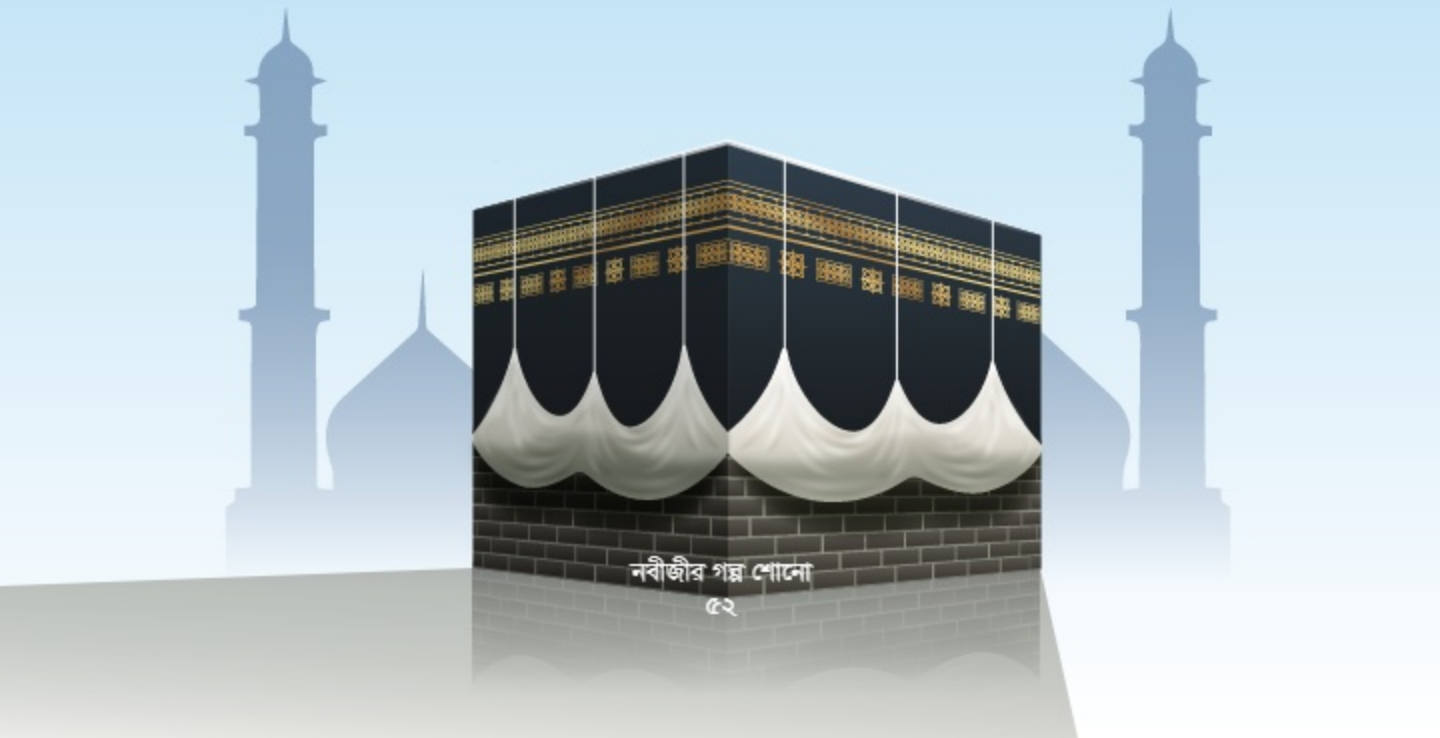

অবরোধের কবলে নবীজী...

কাফেররা দেখলো মক্কার নামকরা অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে। এখন আর মুসলমানদের ওপর সরাসরি অত্যাচার করা সম্ভব না। সেজন্য তারা চিন্তা করলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব অনুসারী এবং আত্মীয় স্বজনকে তারা সামাজিকভাবে বন্দী করে রাখবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুরাইশের কাফেররা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের সবাইকে একটা পাহাড়ি উপত্যকায় আটকে রাখলো। আর আটকে রাখার বিষয়টাকে পোক্ত করার জন্য অবরোধের কিছু শর্ত লিখে কা'বা শরীফের দেওয়ালে টানিয়ে দিলো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারকে যে জায়গায় অবরোধ করে রাখা হয়েছিলো সে জায়গাটার নাম ছিলো 'আবু তালিব ঘাঁটি'। তাদেরকে সেখান থেকে বের হতে দেওয়া হতো না। সেখানে কোনো খাবারও পৌঁছাতে দেওয়া হতো না। তারা গাছের পাতা আর পশুর চামড়া খেয়ে খুব মানবেতর জীবন যাপন করতেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে সবাইকে নিয়ে দীর্ঘ তিন বছর বন্দী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার কুদরতে একদিন দেখা গেলো– কা'বা শরীফে টানানো শর্তগুলোকে উঁইপোকা খেয়ে কুটি কুটি করে ফেলেছে। এটা দেখে কুরাইশরা অবরোধ শেষ করতে বাধ্য হলো । নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আত্মীয় স্বজন আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলেন।

কিন্তু এর পরপরই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে বিরাট দুঃখ নেমে এলো। খুব অল্প সময়ের মধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় স্ত্রী খাদিজা এবং চাচা আবু তালিব দু'জনই ইন্তেকাল করলেন।

বিবি খাদিজার ইন্তেকালে নবীজী অনেক মর্মাহত হলেন

তিনি তো ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুখ দুঃখ সব কিছুর সঙ্গী। আর চাচা আবু তালিব নিজে ইসলাম গ্রহণ না করলেও সব সবময় কাফেরদের অত্যাচার থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাঁচাতেন। তাঁর মৃত্যুর পর কাফেররা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অত্যাচার অনেক বাড়িয়ে দিলো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন– তিনি নবুওয়াত পাওয়ার পর দীর্ঘ দশ বছর হয়ে গেছে। কিন্তু মক্কার লোকেরা এখনো পর্যন্ত তাঁর কথা শুনছেনা। খুব বেশি মানুষ আর নতুন করে মুসলমান হচ্ছে না। তাই তিনি চিন্তা করলেন, মক্কার কাছাকাছি তায়েফ নামের একটি জায়গায় গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেবেন।

তায়েফ অভিমুখে নবীজী

একদিন খুব সকালে নবীজী তায়েফে রওয়ানা হলেন। সাথে নিয়ে গেলেন নিজের পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারিসকে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করলো। পাথর মেরে তাকে রক্তাক্ত করে ফেললো।

কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের লোকদের জন্য বদ দু'আ করলেন না। বরং দু' হাত তুলে তাদের জন্য দু'আ করলেন। বললেন, 'এরা তো বুঝতে পারছে না। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, তাদের সন্তানরা ইসলাম গ্রহণ করবে।'

তায়েফের লোকদের জন্য হেদায়াতের দু'আ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে ফিরে এলেন।